

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

SUO MOTO CONTEMPT RULE NO. 02 OF 2022

IN THE MATTER OF:

The State

... Petitioner

-Versus-

Khan Md. Alauddin, Public Prosecutor,
Pirojpur

... Contemnor-Respondent

Mr. Fida M. Kamal, with
Mr. Md. Momtazuddin Fakir, Senior Advocates
Mr. Md. Abdur Nur,
Ms. Nahid Sultana
Mr. S.M. Abul Hossain
Mr. Md. Robiul Alam
Mr. M. Sayeed Ahmed
Mr. Md. Sabbir Ibne Azam, Advocates
.....For the Contemnor-Respondent

The 15th day of November, 2022

Present:

Mr. Justice J.B.M. Hassan
and
Mr. Justice Razik-Al-Jalil

J.B.M. Hassan, J:

This Rule was issued on 17.10.2022 against the contemnor-respondent, namely, Khan Md. Alauddin, Public Prosecutor, Pirojpur in the following terms:

“Let a Rule be issued calling upon the contemnor-respondent (Khan Md. Alauddin, Public Prosecutor, Pirojpur) to show cause as to why a proceeding for contempt of Court should not be drawn up against him and as to why he should not be punished for committing

contempt of Court and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.”

Learned Chief Judicial Magistrate, Pirojpur made an allegation against the contemnor-respondent before the Registrar General of the Supreme Court of Bangladesh. Pursuant to which the matter has been placed before this Court for hearing by order of the Hon’ble Chief Justice of Bangladesh.

The allegations brought against the contemnor-respondent are as follows:

“গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্যালয়

পিরোজপুর

স্মারক নং- সিজিএম/পিরোজ/জুডি (গোপনীয়)/২০২২-০৪

তারিখ : ২৫/০৭/২০২২খ্রিঃ

প্রেরকঃ আবু জাফর মোঃ নোমান

চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

পিরোজপুর।

প্রাপকঃ মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।

বিষয়ঃ বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর, পিরোজপুর কর্তৃক আমার এজলাসে সৃষ্ট অপ্রীতিকর ঘটনা অবগত করণ প্রসঙ্গে।

মহাত্মন,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পিরোজপুর জেলায় কর্মরত আছি। আমি প্রতিদিনের ন্যয় বিগত ২৫/০৭/২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখের কার্যদিবসে যথারীতি এজলাস সময়ে এজলাসে বসে বিচার কার্য পরিচালনা করছিলাম। আমার এজলাসে বিচার কার্য চলাবস্থায় সি,আর-২৮৯/২১ (পিরোঃ), সি,আর-২৯২/২১(পিরোঃ), সি,আর-২৯৩/২১(পিরোঃ), সি,আর-২৯৯/২১(পিরোঃ) ও সি,আর-৪৪০/২১(পিরোঃ) নং মামলা সমূহের ০৩ নং আসামী মাওলানা মোঃ হাফিজুর রহমান ছিদ্দীক, উপদেষ্টা, এহসান রিয়াল এস্টেট এন্ড বিল্ডার্স লিঃ এর মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ক্রিমিনাল মিস মামলায় ০৬ (ছয়) সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের মেয়াদ শেষ হলে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক নিয়মিত জামিনের দরখাস্ত শুনানী কালে বেলা ০২.৩০ ঘটিকার সময়ে অভিযোগকারী (বাদী) ও আসামী উভয়পক্ষের ২৫/৩০ জন বিজ্ঞ আইনজীবী নিজেদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে হটগোল সৃষ্টি করে স্বাভাবিক বিচার কার্য জামিনের দরখাস্ত শুনানীতে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে আমি এজলাসের পরিবেশ স্বাভাবিক করে শুনানী গ্রহণের স্বার্থে ১৫ (পনের) মিনিট মুলতবী দিয়ে এজলাস হতে নেমে খাস কামরায় অবস্থান করি। তারপর যথারীতি আমি এজলাসে আসন গ্রহণ করে পুনরায় উল্লেখিত মামলা সমূহের ০৩ নং আসামী মাওলানা মোঃ হাফিজুর রহমান ছিদ্দীকের নিয়মিত জামিন শুনানী শুরু করলে পুনরায় অভিযোগকারী (বাদী) ও আসামী উভয়পক্ষের ২৫/৩০ জন বিজ্ঞ আইনজীবী নিজেদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে হটগোল সৃষ্টি করে স্বাভাবিক বিচার কার্য

জামিনের দরখাস্ত শুনানীতে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে আমি বাধ্য হয়ে পুনরায় এজলাসের পরিবেশ স্বাভাবিক করে শুনানী গ্রহণের স্বার্থে ১০ (দশ) মিনিট মুলতবী দিয়ে এজলাস হতে নেমে খাস কামরায় অবস্থান করি। তারপর যথারীতি আমি এজলাসে আসন গ্রহণ করে স্বাভাবিক বিচার কার্য (জামিন দরখাস্ত শুনানী) পরিচালনার স্বার্থে উল্লেখিত মামলা সমূহের অভিযোগকারী (বাদী) পক্ষের নিযুক্ত আইনজীবী জনাব মোঃ সাইদুর রহমান টিটো এবং আসামীপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ হেমায়েত উদ্দিন ও শ ম হায়দার আলী গণকে তাঁদের পক্ষের নিয়োজিত আইনজীবী ব্যতীত অন্যান্য আইনজীবীদের কিছু সময়ের জন্য (উল্লেখিত মামলা সমূহের জামিনের দরখাস্ত শুনানীর সময়ে জন্য) এজলাসের বাহিরে অবস্থান করার অনুরোধ করলে উভয়পক্ষের প্রয়োজনীয় কিছু সংখ্যক আইনজীবী ব্যতীত অন্যান্য আইনজীবীবৃন্দ কিছু সময়ের জন্য আমার এজলাস কক্ষ ত্যাগ করে বাহিরে অবস্থান করেন। কিন্তু তখন বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর, পিরোজপুর জনাব খান মোঃ আলাউদ্দিন ও তার সহযোগী কিছু বিজ্ঞ আইনজীবীকে নিয়ে এজলাসে অবস্থান করলে উল্লেখিত মামলা সমূহের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীবৃন্দ তাতে আপত্তি করেন। তখন আমি এজলাসের প্রিজাইডিং বিচারক হিসেবে স্বাভাবিক বিচার কার্য পরিচালনার প্রয়োজনে বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর, পিরোজপুর জনাব খান মোঃ আলাউদ্দিন সাহেব কে অনুরোধ করে বলি আপনি উল্লেখিত মামলা সমূহের বাদী বা আসামী কোন পক্ষের নিযুক্ত আইনজীবী না এবং উল্লেখিত মামলা সমূহ ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মামলা ও তাতে রাষ্ট্রের কোন স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা নাই বিধায় আপনি স্বাভাবিক বিচার কার্য পরিচালনায় সহযোগীতার স্বার্থে কিছু সময়ের জন্য এজলাসের বাহিরে অবস্থান করেন। বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে হঠাৎ আমার এজলাসে উচ্চ স্বরে বিভিন্ন মন্দ ভাষায় (ব্যবহৃত ভাষা লেখার অযোগ্য) হুমকি-ধমকি প্রদান করে তাঁর পিপিশীপের কর্তৃত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে আমার বিচার কার্যে (জামিন শুনানীতে) বাঁধা প্রদান করেন। তখন বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর আমাকে এজলাস হতে নেমে যাওয়ার জন্য হুমকি প্রদান করেন এবং একপর্যায়ে আমাকে গাল মন্দ করে জোর পূর্বক আমার বিচার কার্য সাময়িক বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে হুটুগোল করত: এজলাসে কর্মরত কর্মচারীবৃন্দের ও বিচারপ্রার্থী জনসাধারণের মনে আতংক সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে আমার এজলাসে উপস্থিত কয়েকজন বিজ্ঞ আইনজীবীর হস্তক্ষেপে বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব খান মোঃ আলাউদ্দিন আমার এজলাস ত্যাগ করলে আমি উল্লেখিত মামলা সমূহের আসামী মাওলানা মোঃ হাফিজুর রহমান ছিদ্দীকের নিয়মিত জামিন শুনানী করে তা নিষ্পত্তি করি এবং আমার স্বাভাবিক বিচার কার্য সম্পন্ন করে নির্ধারিত সময়ে এজলাস ত্যাগ করি। উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব খান মোঃ আলাউদ্দিন সম্প্রতি সময়ে তাঁর পিপিশীপের কর্তৃত্ব প্রদর্শনের চেষ্টায় পিরোজপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটসিতে কর্মরত অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দের সহিতও প্রকাশ্য এজলাসে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন বলে আমার সহকর্মীবৃন্দ আমাকে মৌখিকভাবে অবগত করেছেন। আরো উল্লেখ্য যে, দেশব্যাপী আলোচিত এহসান গ্রুপ অতি মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে নিরিহ গ্রাহকদের প্রতারিত করে হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং উল্লেখিত মামলা সমূহের ০৩ নং আসামী মাওলানা মোঃ হাফিজুর রহমান ছিদ্দীক এহসান গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রাগীব আহসানের সহিত যোগসাজসে বিভিন্ন ওয়াজ-মাহফিলে হাজির হয়ে ধর্মে অপব্যখ্যা দিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সরল অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে প্রতারক এহসান গ্রুপের গ্রাহক সৃষ্টি করার কাজে জড়িত মর্মে অভিযোগ রয়েছে।

অতএব, পিরোজপুর জেলার বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব খান মোঃ আলাউদ্দিন কর্তৃক আমার এজলাসে ঘটানো অপ্রীতিকর ও স্বাভাবিক বিচার কার্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ঘটনাটি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য অত্র পত্র প্রেরণ করলাম।

বিনীত

আপনার একান্ত অনুগত

(আবু জাফর মোঃ নোমান)

চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

পিরোজপুর।”

Upon perusal of the allegations brought in the
aforementioned memo and finding prima facie case, this Court
issued the Rule and also directed the contemnor-respondent to

appear in person before the Court on 15.11.2022 for explaining his conduct regarding the allegations. The allegations have also been brought to the notice of the learned Attorney General present before the Court.

Pursuant to the aforesaid order the contemnor-respondent has appeared in person before the Court today.

On behalf of the contemnor-respondent an affidavit-in-compliance has been filed today and referring to the said affidavit-in-compliance, Mr. Fida M. Kamal, learned Senior Advocate at the very outset tenders unconditional apology on behalf of the contemnor-respondent. The contemnor-respondent appearing in person has also tendered unconditional apology before this Court as well as to the learned Chief Judicial Magistrate, Pirojpur expressing regret for the incident took place on 25.7.2022. In the affidavit-in-compliance, amongst others, the contemnor respondent states as follows:

“5. That at the very outset, the contemnor-respondent without justifying his conduct in any manner, begs unconditional apology and throws himself at the mercy of this Hon’ble Court as well as the learned Chief Judicial Magistrate, Pirojpur for an unpleasant incident which occurred on 25.07.2022 at the courtroom of the learned Chief Judicial Magistrate, Pirojpur in presence of the contemnor-respondent.

.....

11. That it is most respectfully stated that the contemnor-respondent vows and undertakes he will be more cautious and vigilant in discharging his duties and to maintain the decorum of the Court in

future and also undertakes that this kind of incident will never occur again and as such, the Hon'ble Court may kindly be pleased to exonerate the contemnor-respondent from the instant case.”

We have gone through the allegations brought against the contemnor-respondent and the affidavit-in-compliance filed today on behalf of the contemnor-respondent. From the statements of the affidavit in compliance, it appears to us that the contemnor-respondent admits that he participated in the incident took place and used dirty language (unacceptable words) with the learned Judge during conducting his Court proceeding. From the allegations we find the relevant portions are as follows:

“বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে হঠাৎ আমার এজলাসে উচ্চ স্বরে বিভিন্ন মন্দ ভাষায় (ব্যবহৃত ভাষা লেখার অযোগ্য) হুমকি-ধমকি প্রদান করে তাঁর পিপিশীপের কর্তৃত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে আমার বিচার কার্যে (জামিন শুনানীতে) বাঁধা প্রদান করেন। তখন বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর আমাকে এজলাস হতে নেমে যাওয়ার জন্য হুমকি প্রদান করেন এবং একপর্যায়ে আমাকে গাল মন্দ করে জোর পূর্বক আমার বিচার কার্য সাময়িক বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে হটগোল করত: এজলাসে কর্মরত কর্মচারীবৃন্দের ও বিচারপ্রার্থী জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।”

It appears that the contemnor-respondent violently shouted using filthy language defaming learned Judge during conducting his court proceeding. Such conduct absolutely constitute the offence of contempt of Court.

In Halsbury's Laws of England (4th Edition) Vol.9, para 27, at page 21, it is stated that the scandalising the court would mean any act done or writing published which is calculated to

bring a court or a Judge into contempt, or to lower his authority, or to interfere with the due course of justice or the lawful process of the court. Scurrilous abuse of a Judge or court, or attacks on the personal character of a Judge, are punishable contempts. Punishment is inflicted, not for the purpose of protecting either the Court as a whole or the individual Judges of the Court from repetition of the attack, but for protecting the public, and especially those who either voluntarily or by compulsion are subject to the jurisdiction of the Court, from the mischief they will incur if the authority of the Court is undermined. The power to punish the contemner is, therefore, granted to the Court not because Judges need the protection but because the citizens need an impartial and strong judiciary.

It is to be borne in mind that the Court is above all in a civilized country being established under the supreme law of the country, the Constitution. To maintain the rule of law in a civilized country, citizens must show respect to the Court and the Court proceeding.

The lawyers who are the integral part of the judicial system their responsibility stand more in upholding the highness and majesty of the Court, otherwise the adverse message will go to the citizens and thereby the discipline in running the civilized country shall be hampered. Therefore, any sort of disregard or

disrespect to the Court or court proceeding should be taken seriously. It is well settled that an Advocate is not only a professional, he is also an officer of the Court and so, his duty and obligation as an officer of the Court are highest than that of other citizens. In the case of Esrarul Huq Chowdhury Vs Md. Amir Hossain, Advocate and anr reported in 11 ADC (2014) 1 our Apex Court observed that if people lose confidence in the legal profession for the deviant behaviour of some of its members, it is not only the profession which will suffer but also the administration of justice as a whole.

Here in this case, we find that the contemnor-respondent No. 1 is not only the learned member of the Bar. He is also the Public Prosecutor of Pirojpur District. Therefore, his responsibility is more than that of other general members of the Bar. But perusing the allegations, we find that the contemnor-respondent misbehaved with the learned Judge uttering filthy language in a contemptuous manner which is not at all desirable from such personality of the Bar. Such conduct of contemnor respondent has not only defamed the Court and the justice system, holding highest chair of Public Prosecutor in the District, he has also embarrassed the Pirojpur Bar Association polluting its environment inasmuch as the junior members of the Bar Association would get a wrong message from such a

condemnable behavior of the senior member of the Bar. It would be marked in future in evaluating his performance during his tenure as Public Prosecutor of Pirojpur.

Be that as it may, before us the contemnor has remorse regarding his conduct and expressed repentance for the incident took place on 25.7.2022. Besides, standing before the Court the contemnor-respondent, instead of making any defence, unequivocally tenders unconditional apology before the Court as well as to the learned Chief Judicial Magistrate, Pirojpur.

In the affidavit-in-compliance, he has undertaken to remain more cautious in future in discharging his duties and to maintain the decorum of the Court. The contemnor-respondent also undertakes that this kind of incident will never occur in future. Therefore, he should be more cautious and careful in behaving with the court proceedings and its Judges and on failure to do so, the law would take its own course.

Considering his unconditional apology and the undertaking he has given today by swearing affidavit, we are inclined to accept apology. But the contemnor-respondent is hereby cautioned for the future to maintain proper decorum in behaving with the Judges, the Court and the Court proceeding. Thus, the unqualified apology given by the contemnor-respondent to this Court as well as the concerned court is accepted. We also desire

to issue a strong censure and warning to the contemnor-respondent for his such condemnable behaviour with the learned Judge.

With these observations, the Rule is disposed of. The proceeding for contempt is dropped against the contemnor-respondent.

Let a copy of this order be communicated to (i) the Secretary, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, (ii) the Chairman of the Bangladesh Bar Council and (iii) the President of the Pirojpur District Bar Association for their information and necessary action.

Razik-Al-Jalil, J:

I agree.